02

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...21 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

# বুয়েটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু

( ইত্তেফাক রিপোর্ট )

বুয়েট ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বুয়েটের শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারীরা গতকাল (রবিবার) পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করে। ফলে বুয়েটের কোন ক্লাস, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নাই। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে শিক্ষক, অফিসার কর্মচারীরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচীর আওতায় গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর বিকালে

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## বুয়েটে কর্মবিরতি

( ১ম পৃঃ পর )

এক যৌথসভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়াছে। সভায় বলা হয়, বুয়েটের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্য-এর কথা বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বর্তমান অসহায় পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের ক্ষতিপূরণ এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান না করা পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিগণ বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিবে না।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বুয়েট শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারীদের মৌন মিছিল প্রশাসনিক ভবন হইতে শুরু হয় সকাল সাড়ে ১১-টায়। বুয়েটের ভিসি ডঃ মোহাম্মদ শাজাহান, বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, অফিসার ও কর্মচারী সমিতির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মৌন মিছিল প্রেসক্লাব, শাহবাগ, হইয়া বাংলামোটরে পৌছার পর পুলিশ মিছিলে বাধা প্রদান করে। হোটেল সোনারগাঁও মোড় পর্যন্ত মিছিলকারীদের সহিত পুলিশ কর্মকর্তাদের একাধিকবার কথা কাটাকাটি হয়। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙ্গিয়া মিছিলকারীরা সম্মুখে আগাইবার চেষ্টা করিলে পুলিশের সহিত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ধস্তাধস্তি হয়।

সোনারগাঁও মোড়ে পুলিশের সহিত বাদানুবাদ ও ধস্তাধস্তির সময় ৩ জন শিক্ষক অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাহাদেরকে এম্বুলেন্সে করিয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশের একাধিক ব্যারিকেড অতিক্রম করিয়া মিছিলকারীরা বিজয় সরণী মোড়ে পৌছার সাথে সাথে কয়েক ট্রাক পুলিশ এলাকা ঘিরিয়া ফেলে। এই সময় মিছিলকারীরা রাস্তায় বসিয়া পড়ে। শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারী-কর্মকর্তাবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের ব্যাপারে পুলিশ অফিসারদের অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হন। বেলা ২টা পর্যন্ত রাস্তায় বসিয়া থাকার পর প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ ছাড়াই মিছিলকারীরা ক্যাম্পাসে ফিরিয়া আসে।

গতকাল এই মিছিল চলাকালে ফার্মগেট এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। 'সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করুন,' 'শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা চাই—মিছিলে এইরূপ ব্যানার দেখিয়া অনেক পথচারীও মিছিলে অংশ নেয়।

বুয়েট ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বুয়েটের সিণ্ডিকেট গতকাল জরুরী সভায় মিলিত হয়। সভায় চাঁদা আদায়ের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করিয়া নেওয়ার পর ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং গুলীবর্ষণের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারকে আহ্বান জানান হয়।

এদিকে গতকাল বুয়েট ক্যাম্পাসের পরিবেশ ছিল থমথমে। প্রশাসনিক ভবন এলাকায় লোকজনের উপস্থিতি কম ছিল।

বুয়েটের সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। বাসদ আহ্বায়ক আ,ফ,ম, মাহবুবুল হক এক বিবৃতিতে বলেন, ঠিকাদারের নিকট হইতে আর্থিক সুবিধা আদায়কে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র নামধারীরা যে আচরণ করিয়াছে তাহা সকল প্রকার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিরোধী। জাসদ(ইনু) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজীআরেফ এবং সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু বিবৃতিতে বলিয়াছেন, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা এবং গাড়ি ভাংচুরের সহিত জড়িত উশৃঙ্খল যুবকদের যাহারা আশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের আমরা ধিক্কার জানাই। যাহারা সন্ত্রাসীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে তাহারা গণতন্ত্রের বন্ধু নয়। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য এক বিবৃতিতে বলিয়াছে, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো হইয়াছে তাহা ছাত্র সমাজের সংগ্রামী ভূমিকাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ইসলামী ছাত্র শিবির এক বিবৃতিতে বলিয়াছে, সারাদেশে সরকারী ছাত্র সংগঠন ও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে। বুয়েটে সন্ত্রাসের ঘটনার নিন্দা করিয়া 'ইউকসু' বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রমৈত্রী পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে।